ভোরের কাগজ

JUN. ৩০ 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ... ...১....

সম্পাদকীয়

রোববার ১৬ আষাঢ় ১৪০৯
সন ২০০২

# সার্কের গতি স্তিমিত

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জোট সার্ক এখন প্রায় থেকেও নেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার নিয়ে সার্কের জন্ম হয়েছিল, আজ সে সম্ভাবনার যে দশা হয়েছে তা সত্যিই ব্যথিত হবার মতো। সার্ক নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় বিআইআইএসএস-এর আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তাদের কথায় এ হতাশারই প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। তারা বলেছেন, যে সার্কের উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার অভাবে সে উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করতে পারছে না।

বক্তারা আরো বলেছেন, যে গতি নিয়ে সার্ক পথ চলতে শুরু করেছিল তা আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সার্ক দেশগুলো নিয়ে গঠিত সার্ক ফ্রি ট্রেড এরিয়া (সাফটা) বা প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেডের উদ্দেশে গঠিত সাফটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এ চিত্রের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের কোনো সুযোগই নেই। বরং বক্তারা আরো যা বলেছেন তা আরো কঠিন সত্যকে তুলে ধরছে। তারা বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস সহযোগিতার বদলে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশের ইতিহাস। সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস এ দেশগুলো থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। সার্কের দুটি বড়ো দেশ ভারত আর পাকিস্তান তাদের কোটি মানুষকে অভুক্ত রেখে পরমাণু বোমা তৈরি করছে। এই যখন অবস্থা তখন আঞ্চলিক সহযোগিতা কিভাবে সম্ভব?

বস্তুত সার্ক গঠিত হলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তি, মৈত্রী এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার চেতনাই তৈরি হয়নি। কথাটা হয়তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের পর্যায়ে আরো বেশি প্রযোজ্য, তবে জনগণের পর্যায়ে পুরোটা সঠিক নয়। জনগণ শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে তার প্রতিফলন কোথায়? আঞ্চলিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা কার্যকর করতে হলে বিশেষত বড়ো দেশগুলোকে ছোট দেশগুলোর জন্য সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দুটো দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য আলোচনা হয় তখন সার্ক চেতনার প্রতিফলন তাতে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলোর সমাধান এবং সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্কের কোনো ভূমিকা নেই, এটা এই জোটের গুরুত্বহানির অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খারাপ হলে, পদে পদে অবিশ্বাস ও শত্রুভাবাপন্নতা থাকলে আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলা বাতুলতায় পরিণত হয়। চোখের সামনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো উদাহরণ থাকলেও আমরা সার্কের ক্ষেত্রে গত দেড় দশকে সামনের দিকে দুএক পা-ও এগোতে পারিনি। এ অবস্থায় সার্কের নতুন সদস্য হিসেবে আফগানিস্তান বা মায়ানমারকে নিলেও পরিস্থিতির কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে না। বিমসটেকের মতো নতুন নতুন ধারণাগুলো সার্কের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে আসছে এতে সন্দেহ নেই। সার্ককে তার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথমত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। না হলে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যত অসম্ভবই রয়ে যাবে।

দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলোর সমাধান এবং সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্কের কোনো ভূমিকা নেই, এটা এই জোটের গুরুত্বহানির অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খারাপ হলে, পদে পদে অবিশ্বাস ও শত্রুভাবাপন্নতা থাকলে আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলা বাতুলতায় পরিণত হয়।